গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
শাখা-০৬ (ভোকেশনাল-০১)
ওয়েব সাইট ঃ www. techedu.gov.bd
ই-মেইল : techedu09@gmail.com

স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৪০.২৭.৩৪০.১৬. ১৮৬১ তারিখ ঃ২৭/১১/২০১৬ খ্রিঃ

বিষয় ঃ কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ালোকে জানান যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন লক্ষীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের চীফ ইন্সট্রাক্টর(ইলেকট্রিক্যাল) জনাব মোঃ সিকান্দার এর বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজি ও বিভিন্ন ধরনের অপরাধের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১। তিনি লক্ষীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে টেন্ডারবাজি করেন। প্রতি অর্থ বছরে মালামাল যথাসময়ে না দিয়ে হয়রানি করেন। গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে লক্ষীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের টেন্ডারের মালামাল এখন পর্যন্ত দেন নাই। মালামাল দেওয়ার জন্য বললে তিনি প্রিন্সিপাল ও সংশ্লিষ্টদেরকে নানাভাবে হুমকি-ধমকি দেন। ছাত্র লেলিয়ে পিটানোর হুমকি দেন। এমনকি তিনি কয়েকবার তার পালিত ছাত্রদেরকে দিয়ে অধ্যক্ষকে গালাগাল করিয়েছেন। ঐ ছাত্ররা অধ্যক্ষকে থাপ্পর ও লাথি মারার চেষ্ঠা করেছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা তাকে(অধ্যক্ষ) ঐ ছাত্রদের হাত হতে বাঁচিয়েছে।

২। তিনি স্থানীয় হওয়ায় স্থানীয় সন্ত্রাসীর মাধ্যমে হুমকি দেন এবং টেন্ডারের সময় স্থানীয় সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে অন্য কাউকে টেন্ডার ড্রপিং করতে দেন না। তিনি একাই টেন্ডার ড্রপ করেন। দুটি প্রতিষ্ঠানের নামে প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারবাজি করেন। প্রতিষ্ঠান দুটি তাঁর নিজস্ব। প্রতিষ্ঠান দুটি হচ্ছে; নিহান ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স,প্রোপাইটর-নুরজাহান বেগম, আরেকটি হচ্ছে; নাফিস এন্টারপ্রাইজ,প্রোপাইটার-সোলায়মান হাওলাদার। নিহান ও নাফিস জনাব মোঃ সিকান্দারের ছেলে এবং নুরজাহান বেগম তাঁর স্ত্রী, সোলায়মান তাঁর বড় ভাই।

৩। তিনি কয়েকদিন আগেও অধ্যক্ষকে অশালীন ভাষায় গালাগাল করে ছাত্র লেলিয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেন। তাঁর অত্যাচারে প্রতিষ্ঠানের সবাই অতিষ্ঠ। তিনি প্রিন্সিপালসহ সকলকে জিম্মি করে রেখেছেন। প্রতি বছর ভর্তিকৃত কিছু ছাত্রকে বাছাই করে তাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে তাঁর কথামত কাজ করার জন্য লালন-পালন করেন। ঐ সমস্ত ছাত্রদেরকে প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সুবিধা পাইয়ে দেন। যেমন ক্লাশ না করেও বর্ষমধ্য পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করলেও ফাইনাল পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করার সুযোগ করে দেন। প্রিন্সিপাল না দিতে চাইলে তাকে হুমকি-ধমকি দিয়ে এমনকি ছাত্রদের মাধ্যমে মামলা করার হুমকি দিয়ে তাঁর পালিত ছাত্রদেরকে ফরম ফিলাপ করার সুযোগ পাইয়ে দেন। বৃত্তি পাইয়ে দেন। এ সমস্ত ছাত্রদেরকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সুবিধা দেন। যেমন-নগদ অর্থ, মোবাইলে ফ্লেক্সিলোড, উৎসবের সময় বোনাস।

৪। তিনি ভর্তি ও ফরম ফিলাপের সময় ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডের(ডিপ্লোমাসহ)টাকা জমা গ্রহণ করেন। এতে করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক জটিলতা দেখা দেয়। এই নিয়ে প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষকের (মহিলা) সাথেও ঝগড়া হয়েছে। হিসাব রক্ষককে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছেন। তিনি হিসাব রক্ষককে সন্ত্রাসী লেলিয়ে হুমকি দেন। তাঁর ভয়ে এসব কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করার সাহস কেউ করেন না। অধ্যক্ষও তাঁর কাছে জিম্মি। তিনি যেমন ইচ্ছে চলেন,যেমন ইচ্ছে করেন। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে গর্ব করে বলেন আমি যা চাই তাই হয় এবং হতে হবে।

৫। তিনি ভয় দেখানোর জন্য প্রায় বলেন আমি সিআই। প্রিন্সিপাল আমার এক গ্রেড উপরে। আমি টিএসসি কক্সবাজারের সিআইকে মেরেছি। অধিদপ্তরের জনৈক পরিচালক-কে ধাক্কা দেয়ায় তিনি পঙ্গু হয়েছেন। ছাত্র অবস্থায় পলিটেকনিকে বিভিন্ন ছাত্র-শিক্ষককে পিটিয়েছি।

৬। ডিপ্লোম(ইলেক)চালু হওয়ার আগে তিনি কোন ক্লাশ করেন নাই। তিনি বলেন আমি সিআই প্রশাসনের লোক। এই লেভেলের লোক কখনও ক্লাশ নেয় না। আমি কেন ক্লাশ নেব। রুটিনে আমার নাম থাকবে। কিন্তু ক্লাশ নিবে ইন্সট্রাক্টর ও জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর। এখনও তিনি নবম,দশম,একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাশ নেন না। তবে ডিপ্লোমা(ইলেকট্রিক্যাল)চালু হওয়ার পর থেকে ডিপ্লোমার কিছু ক্লাশ নেন।

এমতাবস্থায়, তাকে এ বিষয়ের প্রেক্ষিতে পত্র প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

২৭.১১.১৬
(মোঃ মিজানুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক(ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৭/১১/১৬

জনাব মোহাম্মদ সিকান্দার
পিআইএমএস আইডি নং-৭৩৩১১০০০৮১
চীফ ইন্সট্রাক্টর(ইলেকট্রিক্যাল)
লক্ষীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষীপুর।

কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। অধ্যক্ষ, লক্ষীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লক্ষীপুর। (বর্ণিত বিষয়ে তাকে ১০(দশ)কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে বিস্তারিত মতামত/প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।